আর্থিক সাক্ষরতা

অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলি?

বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বা তফসিলি ব্যাংক এর নাম ও এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে অনুমোদিত ব্যাংক এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক?

তফসিলি ব্যাংক ছাড়াও দেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান’ বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তদসংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এবং প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করতে পারে।

অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলি?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা জানা যাবে। সাধারণত মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, মিউচুয়্যাল অ্যাসোসিয়েশন, মিউচুয়্যাল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটিসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক এর কার্যক্রমের পার্থক্য কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের ন্যায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করতে পারবে না:

- চেকিং অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবে না;
- চলতি হিসাব পরিচালনা করতে পারবে না;
- এমন কোনো আমানত গ্রহণ করতে পারে না যা চেক, ড্রাফট অথবা আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য;
- স্বর্ণ অথবা কোনো বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারবে না।

অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হলো বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সেবা গ্রহণ করা নিরাপদ?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতেও আর্থিক সেবা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে এসব ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এর ন্যায় বড় পরিসরে আর্থিক সেবা প্রদানে সক্ষম নয়। এছাড়া, একটি ব্যাংক হিসাব খুলে যত ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব তা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া সম্ভব নয়।

আর্থিক পরিকল্পনা

একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

কেন প্রয়োজন

আয় বুঝে ব্যয় করাই আর্থিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। নিরাপদ ভবিষ্যত এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার নিয়ম

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা
- আর্থিক প্রয়োজনীয়তার খাত চিহ্নিত করা এবং আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে / মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা
- সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থ সংস্থান করা
- আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা
- অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা

বাজেট

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট ।

ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া:

নিজের আয় নির্ধারণ, মাসিক খরচের তালিকা প্রণয়ন, আবশ্যিক ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ধারণ, আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নিরুপন, পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ সমন্বয়করণ, সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ , আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা।

আর্থিক ডায়েরি:

সাধারণত প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে খাতা / ডায়েরিতে লিখে রাখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। বর্তমানে ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মাধ্যমেও আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা যায়।

আর্থিক ডায়েরির প্রয়োজনীয়তা:

- আর্থিক পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে
- অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়
- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যত আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

সঞ্চয়

আয় হতে সব ধরণের খরচ / ব্যয় নির্বাহের পর যে অর্থ বাকি থাকে, তাকেই আমরা সঞ্চয় বলি।

সঞ্চয় কেন প্রয়োজন

- রোগ শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনায়
- ফসলহানি, অগ্নিকান্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে
- সন্তানের উচ্চশিক্ষায় / বিদেশ গমন উপলক্ষে
- সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয় নির্বাহে
- ধর্মীয় আচার পালনে
- আপতকালীন যে কোন ঘটনা মোকাবেলায়

সঞ্চয়ের উপায়

আবশ্যকীয় খরচ করার পর দিনান্তে, সপ্তাহান্তে বা মাস শেষে টাকা জমিয়ে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। আপাত দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় মনে হলেও সেসব ব্যয় কমিয়ে আনলে সঞ্চয় করা সহজ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এর পার্থক্য বুঝতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে।

সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ স্থান

টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

সঞ্চয়ের টাকা লাভের উপায়

সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে, পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধি হারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে।

ব্যাংক হিসাব

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে / প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

উপকারিতা

- ❑ জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে
- ❑ জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা / সুদ পাওয়া যায়
- ❑ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক
- ❑ ব্যবসা- বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ সহজ হয়
- ❑ যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়
- ❑ সরকারী ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়

ব্যাংক হিসাব

ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়?

- ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ
- আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি
- নমুনা স্বাক্ষর
- মনোনিত নমিনির ছবি এবং নমিনির স্বাক্ষর
- আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
- আবেদনকারীর টিআইএন
- সম্ভাব্য লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য
- অন্যান্য

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

বিভিন্ন ধরনের আমানত হিসাব

চলতি আমানত হিসাবঃ প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের হিসাব খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা / উত্তোলন করা যায় এবং আমানতের উপর সামান্য পরিমাণ সুদ / মুনাফা দেয়া হয়।

সঞ্চয়ী আমানত হিসাবঃ ব্যক্তি নামে খোলা হয়। কোন ধরনের চার্জ ছাড়াই টাকা জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার উত্তোলন করা যায়। আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ / মুনাফা প্রদান করে থাকে।

মেয়াদি আমানত হিসাবঃ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য এ ধরনের হিসাব খোলা হয়। এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ / মুনাফা অর্জন করা যায়।

ব্যাংক হিসাব

নমিনিঃ নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক / একাধিক ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গ, যিনি / যারা হিসাবধারীর মৃত্যুর পর তার / তাদের ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো আমানতের বৈধ দাবিদার। ব্যাংক হিসাব খোলার সময় হিসাব খোলার ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় নমিনির তথ্য ও নমিনির স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়।

কেওয়াইসিঃ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথাদি পূরণ করে ব্যাংককে জমা দিতে হয়। সেটাই কে ওয়াই সি।

ই- কেওয়াইসিঃ ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক / আইরিস পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই- কেওয়াইসি।

ঋণ

যখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয় / প্রতিবেশী বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই ঋণ বলে পরিচিত।

ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া উচিত কেনঃ

যেহেতু ঋণের অর্থ সুদ / মুনাফাসমেত পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ঋণ নেয়ার পূর্বে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কিনা তা বিবেচনা করে ঋণ করা উচিত। লোক দেখানো খরচের জন্য ঋণ করা উচিত নয়। অন্যদিকে, ঋণ শোধ করার জন্য বারংবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রেও ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

কি ধরনের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন

আয় উৎসারী কর্মকান্ডের জন্য ঋণ নেয়া উত্তম। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ নেয়া যায়।

কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম। এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার উপায়

- ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রে দেয়া তথ্য ও সংযুক্ত কাগজপত্র ব্যাংক যাচাই বাছাই করে এবং গ্রাহকের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা যাচাই করে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করবে।
- ঋণ নেয়া টাকার পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ / মুনাফা ধার্য করা হয়। এছাড়াও আরও কিছু সার্ভিস চার্জ / ফি দিতে হয়।
- বড় অংকের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়।

বিনিয়োগ

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার / লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমনঃ জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত করা, সঞ্চয়পত্র / বন্ডে বিনিয়োগ, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

বিনিয়োগের ক্ষেত্র	ঝুঁকির মাত্রা
ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট	কম
সরকারি সঞ্চয়পত্র / প্রাইজবন্ড	নাই
স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগঃ জমি, ফ্ল্যাট	মাঝারী
শেয়ারবাজার	অধিক

বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগ- সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ট্রেজারি বিল, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি

শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং

স্কুল ব্যাংকিংঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

কারা খুলতে পারবেঃ

সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোন শিক্ষার্থী ব্যাংকে গিয়ে অভিভাবকের সহায়তায় একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ ধরনের হিসাব পরিচালনার জন্য কোন চার্জ / ফি আদায় করা হয় না এবং আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে কি কি প্রয়োজন?

- ছাত্র-ছাত্রী ও বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক প্রত্যেকের ২ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- জন্মনিবন্ধন সনদ বা স্কুল প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি কিংবা অন্য গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট
- বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি কিংবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যে কোন ডকুমেন্ট (চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট / প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট এর কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদি)
- প্রাথমিকভাবে মাত্র ১০/- টাকা জমা দিয়ে ট্রাস্ট ব্যাংকে হিসাব খোলা যায়। চাইলে এর চেয়ে বেশি টাকা জমা করেও হিসাব খোলা যায়।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

- জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে
- জমানো টাকার উপর ব্যাংকের প্রদত্ত আকর্ষণীয় সুদ / মুনাফা যোগ হবে
- এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে যে কোন স্থানের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে
- বৃত্তি / উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে
- স্কুলের বেতন / ফি পরিশোধ করা যাবে
- প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে

কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

CMSME শব্দের অর্থ কিঃ Cottage, Micro, Small, Medium Enterprise অর্থ্যাৎ কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি খাতে গৃহিত উদ্যোগকে সংক্ষেপে CMSME বলে।

সাধারণত গ্রাহকের CMSME ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত / উপখাতে ঋণের হার নির্ধারণ করে। তবে সুদের হার সহনশীল মাত্রায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণের সুদ / মুনাফার হারের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

CMSME ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত কি কি কাগজপত্র চেয়ে থাকে?

- ❑ হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স
- ❑ জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যাংক প্রতিবেদন
- ❑ ব্যবসা নিজ জমিতে হলে তার দলিল, পর্চা ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ / টেলিফোন বিলের কপি
- ❑ দোকান / ঘর ভাড়া চুক্তিনামা
- ❑ করদাতা সনাক্তকরণ সার্টিফিকেট (eTIN)
- ❑ মজুদ মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা
- ❑ ঋণের আবেদনকারী এবং জামিনদার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জামিনদার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্সের কপি ও পূরণকৃত CIB Inquiry Form
- ❑ চলমান ব্যবসা হলে বিগত ১-৩ বছরের বিক্রয় ও আর্থিক বিবরণী
- ❑ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস
- ❑ ভ্যাট সার্টিফিকেট
- ❑ আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে IRC ও IRE সার্টিফিকেট

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

কী কী জামানতের প্রয়োজন হয়?

"কটেজ, মাইক্রো, স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর আওতায় নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ১০ লক্ষ টাকার অধিক জামানত বিহীন ঋণ পেতে পারেন।

এছাড়া এসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত জামানতসমূহ প্রয়োজন হয়ঃ

- হাইপোথিকেশন (মজুদ পণ্য, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি)
- মর্টগেজ (স্থাবর সম্পত্তি)
- ব্যক্তিগত জামানত
- গ্রুপ জামানত / সামাজিক জামানত
- পোস্ট ডেটেড চেক

ঋণ পাবার সাধারণ যোগ্যতা সমূহঃ

- কমপক্ষে ২ বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স
- জামানত
- তবে উদ্যোগ গ্রহণকারী ব্যক্তির ব্যবসায়িক / প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং প্রকল্পের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান একেবারে নতুন উদ্যোক্তাদেরও অর্থায়ন করে থাকে।

কর রেয়াত সুবিধা

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর সুবিধা অব্যাহত থাকার কথা বলা আছে।
- ২০১৩-১৪ সনের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

নারী উদ্যোক্তা:
ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্তাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর কিংবা "অংশীদারী প্রতিষ্ঠান" বা "জয়েন্ট স্টক" কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয়
- কত টাকা ঋণ নিতে ইচ্ছুক তা ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে বলা
- ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএমএসএমই ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ
- আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল
- উদ্যোগের / প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়- ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিল
- ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়- ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধকরণ ও পূর্বের ব্যাংক ঋণ যদি থাকে নিয়মিত পরিশোধ করা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ শুধু তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন

প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক অন্যান্য হিসাবধারীর জন্য ঋণ সুবিধা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো- ফ্রিল হিসাব)

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় অনুমোদিত ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে মাত্র ১০ টাকা প্রাথমিক জমাকরণের মাধ্যমে যে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, সেটাই ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ ধরণের ব্যাংক হিসাবকে No Frill Accounts (NFAs) বলা হয়।

এ ধরণের হিসাব খুলতে বা পরিচালনা করতে কোনো ধরণের চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীদের জন্য বিশেষ কী ঋণ সুবিধা আছে

১০ টাকা ব্যাংক হিসাবধারীগণ সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম ছাড়াও অন্যান্য অনেক ঋণ সুবিধা আছে যা ব্যাংক- এমএফআই লিংকেজ এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক অন্যান্য হিসাবধারীর জন্য ঋণ সুবিধা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

৫০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে

- গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন
- গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ২-৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা করে গ্রুপ প্রতি সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়
- তবে গ্রুপ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

এ ঋণ পেতে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন হয়

- ঋণের আবেদনপত্র ফরম পূরণ করতে হয়
- আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি
- দুই / ততোধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টি
- পেশার সপক্ষে কোনো কাগজ এবং ব্যাংক এর চাহিদা মোতাবেক অন্য কোন প্রত্যয়ন পত্র

শ্রমজীবী প্রবাসী / অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের তথ্য

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ও পরিচালনা

- ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদি জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত)।
- এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফা / সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়।

বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন

বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে পারেন। হিসাবের স্থিতি টাকায় নগদায়ন ছাড়াও পরবর্তীতে বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ও পরিচালনা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

- প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিট্যান্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিট্যান্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।
- অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের ‘টাকা অ্যাকাউন্টে’ বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায়।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার।

প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন?

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা টাকায় সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ বিনিয়োগের আসলের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য এবং মুনাফার অংক টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ও পরিচালনা

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

কোন্ কোন্ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড (ক্রেডিট/ডেবিট/ প্রি-পেইড) ব্যবহার করা যায়?

বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা, নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি, রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি, অনুমোদিত বেসরকারি হজ এজেন্সিসমূহকে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, হজ পরিপালনের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দাপ্তরিক বা পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য ছাড়যোগ্য অংক, ব্যাবসায়িক ভ্রমণ কোটা, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে, আইটি/সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেমিটেন্স সুবিধা, বিদেশি প্রফেশনাল এবং সায়েন্টিফিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি’র পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, পরীক্ষা ফি, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের রপ্তানিকারকদের প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স জমাকরণের জন্য, প্রদত্ত সেবার ভিসা প্রসেসিং ফি, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখা থেকে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ও পরিচালনা

বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি ?

না।

বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ / আগাম নিতে পারেন কি ?

না। তবে:

- ❑বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তি খাতে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে পারেন।
- ❑সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এর অনুমোদনক্রমে এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে বিদেশ হতে ঋণ নিতে পারেন।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট) হিসাব কী?

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরনের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়।

এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়?

- এমএফএস হিসাব খোলার জন্য যে কোনো অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার।
- তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এ হিসাব খোলা যায়। সেক্ষেত্রে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সেট ব্যবহার করে গ্রাহকের ছবি তুলে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলে আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে এ হিসাব খোলা যায়।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

এমএফএস অ্যাকাউন্ট কিভাবে খোলা যায়?

- সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত এজেন্ট এর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি নিয়ে;
- নিজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

একজন ব্যক্তি কী একাধিক এমএফএস অ্যাকাউন্ট খলতে পারেন?

- একজন ব্যক্তি প্রতিটি সেবাদানকারীর সাথে একটি করে অ্যাকাউন্ট খলতে পারেন।
- তবে একই ব্যক্তি একই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না।

কারা এই সেবা পেতে পারেন?

- দেশের যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বা তার চাইতে বেশি বয়সের) নাগরিক সেবাদানকারী ব্যাংক বা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে এই সেবা পেতে পারেন।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

এমএফএস এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়?

- ক্যাশ-ইন (টাকা জমা);
- ক্যাশ-আউট (টাকা উত্তোলন);
- মার্চেন্ট পেমেন্ট;
- ইউটিলিটি বিল প্রদান;
- স্কুল ফি পরিশোধ;
- বৃত্তি/উপবৃত্তি বা ভাতার টাকা গ্রহণ;
- অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট;
- ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ বা ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ গ্রহণ;
- বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স) গ্রহণ;
- ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ;
- ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম পরিশোধ;
- ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ;

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion

মার্চেন্ট হিসাব কী?

ডিজিটাল পদ্ধতিতে (ই-মানির মাধ্যমে) পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করার লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যবসায়ী/মার্চেন্ট তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে মার্চেন্ট হিসাব খুলতে পারেন। মার্চেন্ট হিসাব খুলে একজন খুচরা ব্যবসায়ী সহজেই একজন গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করতে পারেন। এর ফলে উভয় পক্ষ নগদ অর্থ বহন ও লেনদেনের ঝুঁকি এড়াতে পারেন।

ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাব কী?

এটি ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র পণ্য বা সেবা বিক্রেতাগণের জন্য একটি বিশেষ ধরনের হিসাব।ব্যক্তির এনআইডি এবং ব্যবসার প্রমাণের বিপরীতে এ ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে। তবে নিয়মিত মার্চেন্ট হিসাবধারীগণ এই ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব খুলতে পারবেন না।

পার্সোনাল আইডেন্টেফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী?

এটি একটি অতি-গোপনীয় নাম্বার যা হিসাব খোলার পর গ্রাহক নিজে নির্ধারণ/সেট করেন এবং পরবর্তীতে এমএফএস হিসাবের মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন পরিচালনার জন্য এই পিন বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

এমএফএস হিসাব এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী কী?

- এমএফএস হিসাব সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের পিন/পাসওয়ার্ড/কোড অন্য কোনো ব্যক্তিকে না জানানো বা শেয়ার না করা। কোনো প্রোভাইডার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো অবস্থাতেই গ্রাহকের নিকট পিন/পাসওয়ার্ড অথবা ফোনে প্রেরিত কোনো ধরনের কোড নম্বর জানতে চাইবে না। ফোনে বা অন্য কোন মাধ্যমে পিন/পাসওয়ার্ড/কোড জানতে চাওয়া সন্দেহজনক এবং এই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;
- গিফট/লটারি প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোনো কল বা মেসেজ প্রতারক কর্তৃক করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত থাকতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনোক্রমেই ফোনে প্রেরিত কোনো ধরনের নম্বর/কোড কাউকে বলা যাবে না;
- গ্রাহক কর্তৃক শুধুমাত্র ইউএসএসডি পদ্ধতিতে (ফোন কল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে নয়) নির্দিষ্ট সময় পরপর নিজ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের পিন/পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে।
- প্রতারণার শিকার হয়েছেন মর্মে সন্দেহ হওয়া মাত্রই গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট প্রোভাইডারের কল সেন্টার বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ করতে হবে।

এমএফএস অ্যাকাউন্টে কি বিদেশ হতে আসা রেমিট্যান্সের অর্থ জমা করা যায়?

ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ হতে আসা রেমিট্যান্সের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় অ্যাকাউন্টে জমা করা যায়।

একজন গ্রাহক এমএফএস হিসাবে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন?

- একজন গ্রাহক অ্যাকাউন্টে দিনে সর্বমোট ৩০,০০০ টাকা জমা এবং সর্বমোট ২৫,০০০ উত্তোলন করতে পারবেন;
- মাসে সর্বমোট ২,০০,০০০ টাকা জমা ও সর্বমোট ১,৫০,০০০ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন;
- নিজ অ্যাকাউন্ট হতে দিনে ২৫,০০০ ও মাসে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা অন্য গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন;
- নিজ অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা ব্যালান্স রাখতে পারবেন।

ধন্যবাদ